Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 66
April-June 2021

বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা: একটি পর্যালোচনা

Zakat Management in Bangladesh: An Analysis

Mohammad Hamidur Rahman*
Abul Kalam Mohammad Obaidullah**

ABSTRACT

The absence of friendly climate in our motherland Bangladesh causes the people of the quorum of zakat not to discharge their zakat obligations by following a secured way. Eventually, the expected outcome of the poverty alleviation by the property of the financial 'ibādah, zakāt, is not being realized. Considering the circumstances prevalent in the country there must exist a modern and sustainable zakāt management in line with Islamic perspectives. This research work has been conducted to present an institutional pattern in paying and receiving zakāt, according to the understanding of the modern management studies. In producing the article, descriptive and analytical methods have been followed. Along with offering the opinions of the classic 'ulamā', the comments of the contemporary Islamic scholars and of the individuals concerned with the zakāt affairs have also been discussed. It has been proved from the essay that because of the defective zakat management in the last thirty years, three hundred people had been trampled to death in the crowd. To curb such unexpected occurrences, the importance of presenting an innovative model of zakāt management, through establishing more than one organization by the private initiatives, alongside the public ones, is significantly important.

Keywords :*Zakāt; Sharīa'h;* Poverty Alleviation*; Zakāt* Management; Institution.

* Mohammad Hamidur Rahman is an Assistant Professor of Cox's Bazar International University, Cox's Bazar & M.Phil Researcher at National University, Gazipur, email: raihanazadctg1980@gmail.com

** Abul Kalam Mohammad Obaidullah is an M.Phil Researcher, Department of Islamic Studies, National University, Gazipur, and a Lecturer in the Department of Islamic Studies, Susang Government College, Durgapur, Netrakona; e-mail: akmobaidullah1@gmail.com

সারসংক্ষেপ

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে অনুকূল পরিবেশ না থাকায় ছাহিবে নিসাবগণ নিরাপদ পদ্ধতি অনুসরণ করে যাকাত প্রদানের সুযোগ লাভ করছে না। এতে অর্থনৈতিক ইবাদত যাকাতের অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জিত হচ্ছে না। দেশে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আধুনিক ও টেকসই যাকাত ব্যবস্থাপনা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদ্যার আলোকে যাকাত প্রদান ও গ্রহণে একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি উপস্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive Method) ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এতে পূর্বসূরি আলিমগণের মতামতের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের ইসলামী বিশেষজ্ঞ এবং যাকাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত (Comment) তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ বছরে যাকাত নিতে গিয়ে তিন শতাধিক গরীব মানুষ পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন। এ অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে যাকাত ব্যবস্থাপনায় নবতর মডেল উপস্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মূলশব্দ : যাকাত, শরীআহ, দারিদ্র্য বিমোচন, যাকাত ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠান

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এদেশের সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ। তারা ইসলামী বিধি-বিধান পালনে আগ্রহী। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় এ দেশের সাধারণ মুসলমান অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছে। যেহেতু ইসলাম একটি জ্ঞানভিত্তিক জীবনব্যবস্থার নাম সেহেতু তারা উত্তরাধুনিক যুগে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ পালনে ইসলামী দিক-নির্দেশনার যথাযথ সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না; অধিকন্তু ইসলামী অনুশাসনের আলোকে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত না হওয়ায় তারা ইসলামী শরীয়তের হুকম-আহকামের আলোকে যাকাতসহ অন্যান্য বহু ইবাদতই সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারছে না।

কালের বিবর্তনে ইসলামী শাসনকালের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ায় ইসলামের অদ্বিতীয় অর্থনৈতিক উৎস যাকাত আহরণ ও বিতরণে অব্যবস্থাপনার উদ্ভব হয়। ফলে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় তহবিলে সম্পদের সমাগম ঘটা যেভাবে হ্রাস পায়, সেভাবে যাকাতদাতা ও গ্রহীতার যথাযথ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনেও বিপত্তি ঘটে। এতে সমাজে অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্য শেকড় গেড়ে বসে; যাকাতদাতা, গ্রহীতা ও রাষ্ট্র সবার পক্ষে যাকাতের সুফল ঘরে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে সাধারণত প্রতি রমযান মাসে যাকাত প্রদান করা হয়। সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনার কোনো সুষ্ঠু দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা না থাকায় যে যার মতো করে যাকাত দিয়ে থাকেন। অনেক ধনাঢ্য লোক

ঢাকঢোল পিটিয়ে এবং প্রচারমাধ্যমে ঘোষণাপত্র ছাপিয়ে যাকাত প্রদানের দিনক্ষণ ঠিক করে গরীব জনগণকে নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান; এ পদ্ধতিতে যাকাত বিতরণ করে ব্যাপক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার অবতারণা করেন। পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম চির-আধুনিক ও সকল সমস্যার সময়োপযোগী সমাধানমূলক ধর্ম। তাই দেশে যাকাত বিতরণে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে যাকাত বিতরণের চলমান পদ্ধতির সংস্কার সাধন সময়ের দাবি। বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষায়িত সংস্থা ও সংগঠনের মাধ্যমে আধুনিক ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে যাকাত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পেশ করতেই গবেষকদ্বয় এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

২. বাংলা ভাষায় যাকাত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রচনাবলির পর্যালোচনা

যাকাত নিয়ে অন্যান্য ভাষার মতো বাংলায়ও বহু বই-পুস্তক ও গবেষণাপত্র রয়েছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভীর **'ইসলামের যাকাত বিধান'** নামক বিখ্যাত আরবী বইটি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক, মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী, মুহাম্মদ জাবেদসহ আরো বহু ইসলামিক স্কলারের যাকাত-বিষয়ক বই ও গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। তাদের বই ও গবেষণায় মূলত যাকাতের হুকম-আহকাম, গুরুত্ব, হিসাব-নিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত, যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যাকাত কিভাবে দিতে হবে মর্মে কিছু বইয়ে আলোচনা স্থান পেলেও তা গতানুগতিক ও অপর্যাপ্ত।

কিন্তু দেশের যাকাতদাতা ও গ্রহীতার অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা, তদুপরি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ইসলামী ভাবধারার অনুপস্থিতি বিবেচনায় যাকাত প্রদানের সঠিক নিয়ম-কানুন, বিলি-বণ্টন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনাপদ্ধতি অনুসারে যাকাত ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কোনো একক গ্রন্থ কিংবা গবেষণাপত্র আমাদের চোখে পড়েনি। অথচ যাকাতের গুরুত্ব যতটুকু, এর আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বও ততটুকু। নামাযের জন্য ওযুর যেরকম গুরুত্ব, তদ্রূপ যাকাতের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা থাকা সেরকম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকার্য। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া প্রণীত 'দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবকল্যাণে যাকাত : সিজেডএম-এর ব্যবস্থাপনা কৌশল' শিরোনামে একটি বই উপর্যুক্ত সেন্টার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক তার বইয়ে সরকারি উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় যাকাতের কোনো উল্লেখ না থাকা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে যাকাতদাতাদের দারিদ্র্যচাষের মতো যাকাতদান পদ্ধতির অসারতা তুলে ধরেছেন এবং এ সমস্যা নিরসনে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্টের কার্যক্রমকে কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

এটি কোনো নিয়মতান্ত্রিক গবেষণাপত্র নয়; সেন্টারের সমসাময়িক কার্যক্রম ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রণীত পুস্তিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান কর্তৃক লিখিত **'ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ'** সংকলনে **'দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে যাকাত'** শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক নববী রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করেছেন। আমাদের দেশে কোন খাত থেকে কত যাকাত ও উশর উসূল হতে পারে– তার একটি বিবরণ তিনি উপস্থাপন করেছেন। দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তিনি তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। লেখকের প্রবন্ধ মূলত যাকাতের লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন-বিষয়ক; কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ লক্ষ্য অর্জনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যাকাতের মনগড়া ও বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। তাই গবেষকদ্বয় এ বাধা নিরসনে যাকাতের আধুনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছেন।

লেখক প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান তার প্রবন্ধে মূলত যাকাতের অর্থে মুসলিম সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কীভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন। তিনি 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন : বিদ্যমান অবস্থা' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, "একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যেত, এদেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে বিতরণ করা হয় তার সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার হলে এসব দরিদ্র লোকের অবস্থার পরিবর্তন করা খুবই সম্ভব ছিল" (Rahman 2006, 67)। কিন্তু লেখক সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত ব্যবহারপদ্ধতি সম্পর্কে তার বইয়ে কোনো গভীর পর্যালোচনামূলক বক্তব্য পেশ করেননি, তিনি যাকাতের অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। তার ভাষায় যাকাতের কাঙ্ক্ষিত সুফল দারিদ্র্য বিমোচনে এর সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কোনো পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেননি। অত্র গবেষকদ্বয় তার প্রবন্ধে এসব বিষয়ের পাশাপাশি যাকাত বিতরণে বিরাজমান অসঙ্গতি দূরীকরণে বেসরকারি উদ্যোগে যাকাতব্যবস্থাপনার সুষম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী প্রণীত **'আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান'** বইয়ে যাকাত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ইসলামী আলোচনা পেশ করা হলেও এতে আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিজ্ঞানের আলোকে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই। বইয়ে তারা দেখান যে, ইসলামে যাকাতের বিধান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিপালন করাই কর্তব্য। তবে যাকাতদাতা নিজেও তা বণ্টনের অধিকার সংরক্ষণ করেন। বিশেষত রাষ্ট্র এ কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিজ দায়িত্বে যাকাত আদায় করবেন। এক্ষেত্রে এ বইয়ে বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য মুসলিম দেশের ক্ষেত্রে দুটি ধরন সুপারিশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে ১. সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ২. সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত আইনগত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কিন্তু এ বইয়ে তারা ক. যাকাত

ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকৌশল ও প্রায়োগিক কার্যক্রম এবং খ. যাকাত সংগ্রহে শরীয়াহ নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করলেও ইসলাম ও আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদ্যার আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার রূপরেখা পেশ করেননি। গবেষক দেশের ব্যাংক, বীমা কিংবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকৌশল ব্যাখ্যা করবেন। তিনি ইসলামের ৩য় স্তম্ভ যাকাতের হুকুম-আহকামের বিশ্লেষণ করে যাকাত ব্যবস্থাপনায় সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যার আলোকে বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি উপস্থাপনে ব্রতী হয়েছেন, যা যাকাত ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করবে, ইনশাল্লাহ।

২. যাকাতের সংজ্ঞা ও পরিচয়

যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন–অর্থনৈতিক ইবাদাত। আরবী শব্দ (زكوة) যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, আধিক্য, ক্রমবৃদ্ধি প্রভৃতি। (زكوة) শব্দটি এসেছে زكاء থেকে, যার অর্থ করা হয়েছে صلاح, طهارة (Baalbaki 2005, 607)। আরবীতে যখন কোনো বস্তু তার মূল অবস্থা হতে প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন বলা হয় (زكا الشئ)।

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত (زكاة) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. النمو والزيادة বা প্রবৃদ্ধি হওয়া। যেমন বলা হয়, زكا الزرع অর্থাৎ শস্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আলী (রা.) বলতেন: العلم يزكو بالإنفاق "বিতরণের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় (Al-Mausū'ah 1427H, 23/226)।"

২. الطهارة বা পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি। মহান আল্লাহ বলেন: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى "যে পরিশুদ্ধ হয়েছে সে নিশ্চিত সফল হয়েছে (Al-Qurān, 87:14)।"

৩. المدح বা প্রশংসা। যেমন আল্লাহর বাণী: فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم "তোমরা আত্মপ্রশংসায় রত হয়ো না (Al-Qurān, 53:32)।"

৪. الصلاح বা সততা। যেমন বলা হয় رجل زكيّ 'সৎ ব্যক্তি'। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً "অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন যে হবে সততায় মহত্তর (Al-Qurān, 18:81)।"

ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.) ইবনুল 'আরবী (১০৭৬-১১৪৮ খ্রি.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, যাকাত শব্দটি আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক দান, ব্যয়নির্বাহ (النفقة), অধিকার (الحق), ক্ষমা (العفو) ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয় (Ibn Ḥajar 1371H, 3/62)।

মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, যাকাত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি লাভ, প্রবৃদ্ধির কারণ ইত্যাদি, যা আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাত থেকে অর্জিত হয় (Rahim 2010, 14)। আল্লামা আবুল হাসান বলেন, যাকাতের অর্থ والمدح والبركة والنماء الطهارة -পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা (Abul Hasan 1985, 2)।

পবিত্র কুরআনে যাকাতের সমার্থক আরেকটি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তা হলো 'صدقة'। উদাহরণ স্বরূপ:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

তাদের সম্পদ হতে তুমি 'সাদকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে (Al- Qurān, 09:103)।

বিভিন্ন হাদীসেও এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। (صدق) শব্দমূল হতে উৎকলিত এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সততা, সত্যবাদিতা। সত্যবাদীকে বলা হয় "صادق"। প্রকৃত ও অকৃত্রিম বন্ধুকে বলা হয় صديق। মূলত যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বোপার্জিত সম্পদের কিয়দংশ নিঃস্ব-অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করল সে যেন এ কথারই প্রমাণ দিল যে, সে পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এবং তার এ সম্পদ মূলত আল্লাহ্‌রই একটি অনুগ্রহ।

বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ যাকাতের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ইমাম আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (১৬১৬-১৬৭৭ খ্রি.) বলেন,

تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাশিমী এবং তাদের আজাদকৃত গোলাম ব্যতীত যে-কোনো অভাবী মুসলিমকে শরীয়তপ্রবেণতার নির্ধারিত হারে সম্পদের নিঃস্বার্থ মালিক বানিয়ে দেয়া (Ibn ʿĀbidīn 1992, 2/257)।

মালিকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম ইবনে আরাফা (১৩১৬-১৪০১ খ্রি.) বলেন,

جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا.

সমুদয় সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে সম্পদের যে-অংশটুকু এর হকদারকে প্রদান করা আবশ্যক হয় তাকে যাকাত বলে (Al-Hattāb 1412H. 2/255)।

শাফিয়ি মাযহাবের ইমাম কাজী আল-মাওয়ারদী বলেন,

اسم صريح لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة

নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু গ্রহণ করার নাম যাকাত (Al-Māwardī 1999, 3/71)।

হাম্বালী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল-বুহুতী (১০০০-১০৫১) বলেন,

حق واجب، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সম্পদে নির্ধারিত অধিকার (Al-Buhūtī 1993, 1/387)।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী বলেন,

الزكاة في الشرع : تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين ، كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة.

শরীয়তে যাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হকদারদের জন্য ফরযকৃত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ বোঝানোর জন্য। সম্পদের এই নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করাকেও যাকাত বলা হয় (Al-Qaradawī 2008, 49)।

যাকাতের সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন আল্লামা আব্দুর রহমান জাযিরী। তিনি লিখেছেন,

و شرعاً تمليك مالٍ مخصوصٍ مستحقّة بشرائط مخصوصة، وهذا معناه. أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليهم أن يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم من مستحقى الزكاة الآتى بيانهم قدرا معينا من أموالهم بطريق التمليك.

শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত বলা হয়- উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকবর্গের ওপর ফরয হলো যাকাত পাওয়ার যোগ্য– ফকির ও অন্যান্যদের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল (মালিক বানানোর পদ্ধতিতে) দেওয়া (Al-Jazīrī 2003, 1/536)।

প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক বলেন, "ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে, কোনো সম্পদশালীর সম্পদের ঐ অংশবিশেষ, যা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক চিহ্নিত হকদারদের প্রদান তার জন্য অবশ্যম্ভাবী করা হয়েছে। অনুরূপ যাকাত বলতে ঐ নির্ধারিত অংশকে পৃথক করে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে আদায় করাও বোঝায়" (Rafique 2014, 12)।

যাকাত ইসলামের আর্থিক ইবাদত। এ ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলিম সমাজকে সুখী-সমৃদ্ধ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজে পরিণত করা হয়। যাকাতকে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রিক ভাষায় সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বা Social Security System বলা হয়। যাকাত গতানুগতিক কোনো দান কিংবা করুণা নয়। আল্লাহ কর্তৃক ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার। নামায ও যাকাত সমমানের ফরয। আল-কুরআনে যখনই নামায কায়িমের কথা বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে (প্রায় সমসংখ্যক বার) যাকাত আদায়ের প্রসঙ্গটিও এসেছে। আল্লাহ পাক আল-কুরআনে সরাসরি ৩২ বার যাকাতের কথা বলেছেন। এর মধ্যে ২৮ বার নামায ও যাকাত একত্রে উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর তথ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআনে নামাযের মতো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮২ বার যাকাতের কথা বলা হয়েছে (Bhuiyah 2006,127)।

সুতরাং এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, সম্পদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য যাকাত ইসলামী শরীয়তের অনন্য বিধান। এ বিধান মুসলমানদের ইহ-পারলৌকিক সাফল্য এনে দেয়। পুঁজিবাদের ভিত্তি সুদ, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ আর ইসলামের ভিত্তি হল যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। তাই বলা যায়, যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের এমন এক নিয়ামক শক্তি, যার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি সঠিক দায়িত্বপালনের পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতে জবাবদিহিমূলক জীবন গঠন করা সম্ভব হয়।

যাকাত সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা খুব পরিষ্কার। আর তা হলো, একটি রাষ্ট্রে এমনভাবে যাকাত আদায় করতে হবে, যাতে এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে যাকাত গ্রহণকারীর সংখ্যা কমে আসতে থাকে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি যাকাতকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। যাকাতের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রের দুঃস্থ, গরীব ও বেকারদের কল্যাণে ব্যয় হত। যাকাতের মাল সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত। মহানবীর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও এ নিয়ম চালু ছিল।

৩. ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

ব্যবস্থাপনা বাংলা শব্দ, একে ইংরেজিতে Management বলা হয়। ইংরেজি Manage শব্দটি ইতালিয়ান, Maneggiare শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে ঘোড়া পরিচালনা করা। Maneggiare শব্দ দুটি ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়। এ শব্দ দুটি হল Manus (hand) এবং agree (to act)।

আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হেনরি ফেয়ল (Henery Fayol)-এর মতে, To manage is to forecast and to plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control."ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি" (G. Murugesan, 2012, 04)। জর্জ আর. টেরি (George R. Terry) এর মতে, Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. "ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জন করে" (Mezentseva, Bezpartochnyi, Marchenko 2020, 08)।

অতএব আমরা বলতে পারি, ব্যবস্থাপনা হল সেই প্রক্রিয়া, যা ৫টি ফাংশন (planning, organizing, Staffing, leading, controlling)-এর মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের যে লক্ষ্যগুলো থাকে, তা অর্জন করা। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণাদির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষই বাকি উপকরণগুলোর ব্যবহারকারী। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা বলতে মানুষকে পরিচালনা করাও বোঝায়। তাই Management শব্দটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ Manage + Man + Tactfully = Management.

সুতরাং উপরের সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশনা, সমন্বয় ও প্রেষণার সমষ্টি যা কোনো প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দক্ষতার সঙ্গে অর্জনের নিমিত্তে সম্পদের

সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং যাকাত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে যাকাত বণ্টনের পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব-নির্দেশনা, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সমষ্টি।

৪. যাকাত ব্যবস্থাপনায় দায়-দায়িত্ব

যাকাত ইসলামের অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নামাযের পরই এর স্থান। সক্ষম মুসলমান কখনো যাকাত না দিয়ে নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিতে পারেন না। যাকাত কীভাবে দিতে হবে এবং যাকাত কার্যক্রম পরিচালনায় কারা দায়িত্বশীল-তৎপ্রসঙ্গে এখানে আলোকপাত করা হল।

(ক) সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত কার্যক্রম

যাকাত ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব হলো সরকারি কর্তৃপক্ষের। যাকাত উসূল ও বণ্টন দুটোই প্রশাসনিকভাবে করতে হবে। পবিত্র আল-কুরআন, সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদুনের বাস্তব জীবনে এর প্রমাণ রয়েছে।

কুরআনের দলীল

মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রের বড় দায়িত্ব। জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে যাকাত ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে চমৎকার বিধান। মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায়-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে (Al-Qurān, 22:41)।

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলিম সরকারের চার দফা মৌলিক কর্মসূচির মধ্যে যাকাত ব্যবস্থাপনা অন্যতম। তাই কোনো ঈমানদারের আল্লাহপ্রদত্ত এ দায়িত্ব এড়িয়ে চলার সুযোগ নেই। মহানবী ﷺ মদীনায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলে আল্লাহ নির্দেশনা দেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم

ওদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে, এর দ্বারা তুমি ওদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে (Al-Qurān, 09:103)।

এছাড়া আল-কুরআনুল কারীমে যে আয়াত দ্বারা যাকাতের বিধান ফরয করা হয়েছে এবং যাতে যাকাতের হকদারদের পরিচয় দেয়া হয়েছে সেখানেও " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا" নিশ্চয় সাদাকা (যাকাত) ফকীর, মিসকীন এবং যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জনবলের জন্য" (Al-Qurān, 09:60)।

এতে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, যাকাত নামক অর্থব্যবস্থার অনিবার্য এ বিধান বাস্তবায়নে যাকাত ফান্ড গঠিত হবে এবং সেখান থেকে এ সকল ব্যবস্থাপনা

সুচারুরূপে পরিচালিত হবে। ফলে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবেও প্রতীয়মান হয়।

সুন্নাহ্‌র দলীল

রাসূলে আকরাম ﷺ এর মাদানী জীবন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপম আদর্শ। এ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথিবীর যে-কোনো রাষ্ট্রপ্রধান শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন। মদীনায় মহানবীর যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ছিল। অসংখ্য হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী নিজে সাহাবীদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাতের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। মহানবী ﷺ যাদেরকে বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন তাদেরকেও যাকাত উসূল ও বিতরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

أنَّ النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن .. فذكر الحديثَ, وفيه: أنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤْخَذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ في فُقرائهم.

নবী করিম ﷺ মুয়ায রা. কে ইয়ামেন প্রদেশে পাঠান এবং তাকে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। এতে রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টিত হবে (Al-Bukhārī 1987, 1305)।

খলীফাতু রাসূলিল্লাহ আবু বকর রা. রাষ্ট্রপ্রধান থাকাবস্থায় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، ....فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ،

মহানবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর যখন আবু বকর রা. খলীফা হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে বলেন, অবশ্যই আমি যুদ্ধ করবো যদি কেউ সালাত ও যাকাতের ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম, যদি কেউ একটি রশিও দিতে অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রাসূল ﷺ-এর যামানায় দিত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো (Al-Bukhārī 1987, 1309)।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের আলোকে এ বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী ও খেলাফতে রাশেদার সময়কালে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে যাকাতের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হত, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

মহানবী ﷺ যাকাত উত্তোলন, সংগ্রহ ও বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে আদায়কারী প্রেরণ করতেন, তাঁদেরকে নির্দেশনা দিতেন এবং তাঁরা যাকাতের সম্পদ নিয়ে এলে তা জমা নিতেন। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন

এলাকায় যাকাত আদায়ের জন্য যে-সকল কর্মকর্তাকে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা নিম্নরূপ : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (মদীনা মুনাওয়ারা); খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. (ইয়ামান, মাআরিব); আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. (খায়বর); আবু মুসা আল-আশআরী রা. (ইয়ামান, মাআরিব); আমর ইবনুল আস রা. (বনু ফযারাহ); আদী ইবনে হাতেম তাঈ রা. (বনু তাঈ, বনু আসাদ); আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র আশহালী রা. (বনু সুলাইম); যিয়াদ ইবনে লাবিদ রা. (হাদ্‌রামাউত); দাহহাক ইবনে সুফয়ান আল-কিলাবী রা. (বনু কিলাব); আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা. (নাজরান); বুরাইদা ইবনুল হাসিব রা. (বনু গিফার, বনু আসলাম); আবান ইবনে সাঈদ রা. (বাহরাইন); উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন রা. (বনু তামিম); বিশ্‌র ইবনে সুফয়ান রা. (বনু কা'ব); সাআদ ইবনে হুযাইম (বনু হুযাইম); আলা ইবনুল হাদরামী রা. (বাহরাইন); আলী ইবনে আবু তালিব রা. (বনু নাজরান)। অতএব এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগ থেকে যাকাত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারিভাবে পালন করা হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর খলীফাগণও একইভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা তাঁদের খিলাফতেরই অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেই সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি আঞ্জাম দেওয়া হয় (Rabbani & Kasemi 2021, 152)।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী বলেন, "কুরআন মজীদে যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাতরূপে 'নিয়োজিত কর্মচারী' সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা একটি অকাট্য দলীল। যাকাত পাওয়ার যোগ্য আট প্রকারের মধ্যে এরাও এক প্রকারের প্রাপক। এদের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ফকীর ও মিসকীনদের পর। কেননা এরাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হকদার। এসব কিছু প্রমাণ করে যে, যাকাত ব্যবস্থা ইসলামে ব্যক্তির উপর অর্পিত কাজ নয়; বরঞ্চ এটা আসলে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রই এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, গঠন ও পরিচালনা করবে। যাকাত আদায়কারী খাজাঞ্চী, লেখক ও হিসাবরক্ষক সব কিছু নিযুক্ত করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব (Al-Qaradawī 1983, 58)।"

একজন মুসলমানকে ঈমান নিয়ে টিকে থাকতে হলে তাকে সালাতের পাশাপাশি যাকাতও যথানিয়মে আদায় করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায বিশেষত জুম'আর ফরজিয়্যত পালনের জন্য সরকারি উদ্যোগে বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মসজিদেও সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে। ঈদের নামায আদায়ের জন্য বহু ঈদগাহ রয়েছে। জুমআর নামায আদায়ের সুবিধার্থে শুক্রবারকে সরকারিভাবে সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার ইমাম প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করছেন। ইমামদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিবেচনায় প্রতি বছর সেরা ইমামের পদক ও পুরস্কারের রীতিও চালু রয়েছে। এমতাবস্থায় আল-কুরআনে যেখানে নামাযের কথা উদ্ধৃত হয়েছে

সেখানেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সঙ্গে সঙ্গে যাকাতের বর্ণনা এসেছে। সুতরাং গুরুত্বের বিচারে কোনোটা কম নয়। তদুপরি যাকাতের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। তাই যাকাতের ফরজিয়্যাত বাস্তবায়নে সরকারি কর্তব্য আরো বেশি ধর্তব্য হয়। এক্ষেত্রে আলিম-ওলামা, ফকীহ, শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ, সর্বোপরি সকল সচেতন মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে, গণতান্ত্রিক মুসলিম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে যাকাত ব্যবস্থাপনায় টেকসই প্রকল্প গ্রহণে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকারের নাগরিক দায়িত্ব সর্বসাধারণের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচনে এর চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি নেই। এ বিষয়ে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সরকার নামাযের পাশাপাশি যাকাত ব্যবস্থাপনায় যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে।

যাকাত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্র ও সরকারের। সরকার সে কাজটি সম্পাদনের জন্য আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠন করে তা পরিচালনার জন্য জনবল নিয়োগ করবে- ইসলামের ইতিহাস এটাই বলে। মহানবী ﷺ মদীনায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিতরণ করতেন। বর্তমানে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সুদান, লিবিয়া, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সরকারি ব্যবস্থাপনার আওতায় যাকাতকে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অপরদিকে বাহরাইন, বাংলাদেশ, ইরান, জর্ডান, লেবানন, কুয়েত ও আরব আমিরাতে সরকারি পর্যায়ে যাকাত তহবিল গঠন করা হয়েছে, তবে সেখানে মুসলিম নাগরিকদের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এসব দেশে আবার বেসরকারিভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনারও সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশে শুধুমাত্র বেসরকারিভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে (Miah 2016, 15)।"

(খ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত ক্রার্যক্রম

বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত পরিচালনার ক্ষেত্রেও আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অনুমোদন রয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত হল-

(১) কুরআনের দলীল

ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবনপদ্ধতি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় এবং সকল পরিবেশে ইসলামী আদর্শ শাশ্বত বিদ্যমান। সুতরাং দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের অনুসারী হলে সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখন কোনো দেশ বা অঞ্চলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকে, ইসলামী হুকম-আহকাম পালনে সরকারের কোনো দায়-দায়িত্ব লক্ষ্য করা না যায়, সেক্ষেত্রে আরকানুল ইসলাম কীভাবে পালন করতে হবে সে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। আল-কুরআনের আয়াত,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে (Al-Qurān, 22:41)।'

এ আয়াতে রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলমানদের হাতে আসলে তাদের কর্তব্য কি হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে; কিন্তু যদি রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলমানদের হাতে না আসে তাহলে উল্লেখিত আয়াতে নির্দেশিত চারটি কর্মসূচি কি কোনোভাবেই প্রতিপালন করা হবে না? উত্তরে বলতে হয়, অবশ্যই হবে আর সেটা হবে বেসরকারি উদ্যোগে। যেভাবে নামায, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে লোকদের বিরত রাখার পদ্ধতি সমাজে চলমান রয়েছে সেভাবে যাকাতও সামাজিক ও সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে আদায় ও বিতরণ করতে হবে। এছাড়া আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভাল; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দাও, তা তোমাদের জন্য আরও ভাল। তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত (Al-Qurān, 2:271)।

এ আয়াত গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'ভাবে দান করাই উত্তম। তবে প্রকাশ্য দানের চেয়ে অপ্রকাশ্য দানকে অধিক উত্তম হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এখানে উসূল-বণ্টনের কার্যপ্রণালি পর্যালোচনা করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যাকাতের সরকারি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অপ্রকাশ্য দানের মিল পাওয়া যায় আর যাকাতের বেসরকারি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রকাশ্য দানের মিল প্রতিভাত হয়। সুতরাং বলতে পারি, যাকাত ব্যবস্থাপনার দুটি পদ্ধতিই উত্তম তবে বেসরকারি পদ্ধতির চেয়ে সরকারি পদ্ধতিই বেশি উত্তম বলে ধর্তব্য হয়। কিন্তু মুসলিম দেশে ইসলামী হুকুমত জারি না থাকা এবং অমুসলিম দেশে ইসলামী আদর্শের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা না পাওয়ায় ২য় পদ্ধতি তথা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত উসূল-বণ্টন ছাড়া মুসলমানদের কোনো উপায় নেই। বর্তমানে আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোগেও সরকারি উদ্যোগের মতো অপ্রকাশ্যভাবে যাকাত উসূল ও বিতরণ সম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলে আল-কুরআনে বর্ণিত সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতির উপর আমল করতে আর কোন অসুবিধা নেই।

(২) সুন্নাহ্‌র দলীল

ইসলাম এমন এক জীবনপদ্ধতি যা মূলনীতি ঠিক রেখে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বাস্তবায়ন করা যায়। মদীনাতুল মুনাওয়ারায় যাকাত ফরয হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে যাকাত উসূল ও বণ্টন করেছেন আর তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন তত দিন এ ধারাই অব্যাহত ছিল।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারাদাভী আল-কাসানীর بدائع الصنائع গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রা. ও উমর ফারুক রা.

যাকাত গ্রহণ করতেন, ওসমান রা.-এর সময় পর্যন্ত তাই চলছিল। কিন্তু তাঁর সময়ে ধন-মালের পরিমাণ যখন বিপুল হয়ে দাঁড়ায় তখন যাকাত আদায় ও বণ্টনের ভার মালিকদের উপর ন্যস্ত করাতেই কল্যাণ নিহিত বলে মনে করলেন সাহাবীগণের ইজমার ভিত্তিতে। তখন ধন-মালের মালিকরা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াল। ...তিনি বলেছেন, 'যার উপর ঋণ রয়েছে, তা যেন সে আদায় দিয়ে দেয়। আর তার মালের যে যাকাত অংশ রয়েছে, তা যেন সে নিজেই দিয়ে দেয়।' যাকাত দিয়ে দেয়ার জন্য এটা ছিল তাঁর দায়িত্ব অর্পণের ঘোষণা।" (Al-Qaradawī 1983, 275)।

মুসলিম সমাজকে এ বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে ইসলামে ক্ষুৎ-পিপাসা নিয়ে নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। অভাব-অনটন ও ভাসমান অবস্থায় কোনো ইবাদতেই মনোযোগ সৃষ্টি হয় না। আর হয়ত তাই আল্লাহপাক আল-কুরআনে যেখানে নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান যাকাতের কথা জুড়ে দিয়েছেন।

আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে, সরকারিভাবে সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকার ফলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত বিতরণের ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, এমনকি ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। এতে নষ্ট হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য, প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যক্রম। তাই আলিমগণ সরকারের কাছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শক্তিশালী 'যাকাত ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর' গঠনের পরামর্শ দিতে পারেন।

এ যাবতকালে গুরুত্ব ও ব্যাপকতা অনুসারে যাকাত ব্যবস্থাপনায় সরকারি উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামিক স্কলার, অর্থনীতিবিদ ও সমাজসেবীদের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় ক্ষুদ্র পরিসরে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ও সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট সরকারি আইন-কানুন মেনে বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এরকম আরো শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।

৫. যাকাত অব্যবস্থাপনার ভয়াবহতা

বাংলাদেশের যাকাত ব্যবস্থাপনা আদ্যোপান্ত ত্রুটিপূর্ণ বলেই যাকাত নিতে গিয়ে বহু বছর ধরে হতাহতের ঘটনা ঘটে চলেছে। ইসলামে সরকারিভাবে যাকাত উসূল ও বিতরণের নিয়ম-কানুন ও নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ নিয়ম-নীতি কার্যকর নেই। ফলে মুসলিম জনসাধারণ যাকাত প্রদান ও বণ্টন নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে বেসরকারিভাবে ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগে কিভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও নিষ্কণ্টকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব- সে লক্ষ্যে তাদের কাছে কোনো দিক-নির্দেশনা নেই, বিষয়টি তাদের কাছে অস্পষ্ট। সঠিক পর্যালোচনা

সাপেক্ষে এ সমস্যার নিরসন না হওয়ায় প্রতি বছর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

ফলে যাকাত আনতে গিয়ে অনেক সময় ঘটছে নানান দুর্ঘটনা, প্রাণ যাচ্ছে গরীব-দুঃখীর। গণমাধ্যমে প্রাপ্ত এর একটি তথ্য উপস্থাপিত হল।

১৪ মে, ২০১৮ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলা (পূর্বগাঠিয়া ঢেঙ্গা হাঙ্গরমুখ এলাকা) যাকাতের কাপড় ও ইফতার সামগ্রী নিতে গিয়ে পদদলিত হয়ে ১০ জন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক (bd news, May. 14, 2018)। একই বছর ১৫ জুন ২০১৮ তারিখ সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে যাকাতের কাপড় সংগ্রহ করতে গিয়ে ভিড়ের চাপে ও প্রচণ্ড গরমে এক নারী নিহত হয়েছেন। এসময় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। ...নিহত নারী হলেন, বেলকুচি উপজেলার চন্দগাঁতী নিশিবাড়ি গ্রামের মঙ্গল চন্দ্র দাসের স্ত্রী ছবি রানী দাস (Banglatribune, 15 June, 2018)।

ময়মনসিংহে যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে পদদলিত হয়ে ২৭ জনের মৃত্যুর ঘটনায় নূরানী জর্দার মালিক শামীম তালুকদার, তার ছেলে হেদায়েতসহ ৮ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শনিবার সকালে এসআই রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন। একই সঙ্গে আদালতে তাদেরকে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে রিমান্ড নামঞ্জুর করে তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এদিকে কর্তব্য অবহেলার অভিযোগে এসআই সাইদুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ...ঘটনার পর থেকে ময়মনসিংহে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। প্রতিবাদ মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে স্থানীয়রা। তারা বলছেন, নিজেদের বড় করার জন্য অব্যবস্থাপনায় বাড়ির সামনে হাজার হাজার লোক ভিড় করে লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে যাকাত দিয়েছেন নূরানী জর্দার মালিক। তাদের অপরাধের কারণে এতগুলো মানুষ মারা গিয়েছে। তাই আইনের মাধ্যমে তাদের শাস্তির জোর দাবি জানান মানববন্ধনে থাকা স্থানীয়রা। শুক্রবার নিজ বাস ভবনে যাকাতের কাপড় বিতরণের উদ্যোগ নেন শামীম তালুকদার (*Kalerkantho*, July 11, 2015)।

যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল ২০০৫ সালে গাইবান্ধা জেলা শহরে। নাহিদ ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে যাকাতের শাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেয়া হয়। নির্ধারিত দিনে ভোরে ওই প্রতিষ্ঠানে গেটের সামনে জড়ো হয় কয়েক হাজার অসহায় নারী। গেট খোলার সময় হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কিতে নিহত হয় ৩৭ জন। ১৯৯১ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকার নবাবপুর রোডে যাকাতের কাপড় সংগ্রহ করতে গিয়ে মারা যান দু'জন। অত্যাধিক ভিড়ের চাপে ঘটনাস্থলেই একজন পুরুষ ও একজন নারী নিহত হন এবং আহত হন কমপক্ষে ২৫ জন। যাকাত নিতে গিয়ে এ পর্যন্ত দ্বিতীয় বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে চট্টগ্রামে। ১৯৯০ সালের ২৬ এপ্রিল পাহাড়তলীর আবুল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে যাকাত নিতে গিয়ে পদদলিত হয়ে ৩৫ জন নিহত হয়। এসময় আহত হয় দুই শতাধিক মানুষ। ১৯৮৯ সালের ৫ মে চাঁদপুরে যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে পদদলিত হয়ে

মারা যায় ১৪ জন। এ সময় অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়। ১৯৮০ সালে ঢাকার জুরাইনে যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৮৩ সালের ৯ই জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যাকাতের টাকা নিতে গিয়ে মানুষের ঠেলাঠেলিতে ৩ শিশুর মৃত্যু হয়। ১৯৮৭ সালের ২৩শে মে ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সরকারিভাবে যাকাত দেয়ার সময় ব্যাপক লোকসমাগম হয়। ওই সময় যাকাত নিতে আসা মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়। ১৯৮৯ সালের ৫ই মে চাঁদপুরে যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে পদদলিত হয়ে ১৪ জন মারা যান (*Manab Zamin*, May 20, 2019)।

পদদলিত হয়ে মৃত্যু এ তো গেলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এর বাইরেও যাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে যাকাতের কাপড় প্রদান রীতিমত একটা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। কারণ দেশে যাকাত প্রদানকারীর চেয়ে যাকাত গ্রহীতাই বেশি। তাই কাপড় নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কার আগে কে নেবে। যার জন্য ঘটে নানা রকম দুর্ঘটনা, সামান্য একটা কাপড়ের জন্য ঝরে যায় মূল্যবান প্রাণ। এভাবে গত তিন দশকে সারা দেশে যাকাতের কাপড় ও সামগ্রী নিতে গিয়ে অন্তত তিন শতাধিক মানুষ পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন। এসব মৃত্যুর ঘটনায় নামমাত্র তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পরবর্তীকালে আর আলোর মুখ দেখে না। এছাড়া তাদের করা সুপারিশও বাস্তবায়ন হয় না। এমনকি যারা যাকাত দেন তারাও বিতরণের উত্তম উপায় অনুসরণ করেন না (*Priyo*, May 20, 2019)।

এসব মর্মন্তুদ ঘটনার ফলে সমাজ ও দেশে যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হচ্ছে-

১. যাকাত গ্রহীতাগণের ঠেলাঠেলিতে হতাহত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশ-বিদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ইসলাম বিদ্বেষীদের কাছে মুসলমানদের আর্থিক ইবাদত 'যাকাত' দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার নয়; প্রহসন হিসেবে দেখা দিয়েছে। তারা এ ব্যবস্থাপনাকে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে তুলনা করতে দ্বিধা করছে না।

২. ইসলাম একটি কল্যাণমূলক জীবনবিধান। এখানে আর্থিক নিরাপত্তা রক্ষাকবচ যাকাত যেমনি ফরয বিঘোষিত হয়েছে তেমনি এর গ্রহণ ও বিতরণেও বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। নামাজের জন্য যেরূপ মসজিদ স্থাপন ও জামায়াত কায়িমের জন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন-মুক্তাদির প্রয়োজন রয়েছে তেমনি ইসলামে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রেও একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নীতিমালা আছে। অনেকের কাছে এ নীতিমালা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। ফলে যাকাত বিতরণে বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী এ নীতিমালার প্রয়োগ ও অনুসরণ না হওয়ায় বিপর্যস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যা কখনো ধর্মের ব্যানারে চলতে দেয়া যায় না।

৩. ইসলামে লোক দেখানো ইবাদত শিরক। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ না করে মনগড়া পদ্ধতিতে ঢাকঢোল পিটিয়ে যাকাত বিতরণ করায় নিয়্যতের বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। প্রশংসা কুড়ানোর জন্য এ ধরনের সৎকর্ম শিরকের আওতায় পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই এ নিয়ম ইসলাম অনুমোদন করে না। এতে শরীয়তের উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটে না।

৪. সমকালীন যুগের আলিম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ভয়াবহ ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। দেশের ধর্মপ্রাণ ধনাঢ্য শ্রেণীর ইসলামের এই ফরয ইবাদত পালনে যে আগ্রহ রয়েছে তাকে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছেন না। ফলে প্রতিবছর এরূপ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ যাবতকালে তাদের পক্ষ হতে এ ধরনের ঘটনা রোধকল্পে ইসলামী নীতিমালা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়নি। অথচ আল্লাহ পাক তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর (Al-Qurān : 02: 110)।

৫. ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে গরীবদের মাঝে যাকাত পৌঁছে দেয়া। যাকাতদাতা নিজ খরচে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গরীব-মিসকীনদের ঘরে ঘরে যাকাত পৌঁছে দেবেন অথবা এমন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, যাতে যাকাতগ্রহীতাগণ নিরাপদ ও সসম্মানে তার প্রাপ্য পেয়ে যাবেন। ইসলামের এ আদেশ থাকার পরও আমাদের দেশে যাকাত বিতরণে উল্টো পদক্ষেপ যাকাতদাতাদের সদিচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। আর ফকীর-মিসকীনগণ সামান্য টাকা-পয়সার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ মৃত্যুর মিছিলে শরীক হচ্ছে।

সরকারি পর্যায়ে যাকাত গ্রহণ ও বণ্টনের উদ্যোগ না থাকা এবং এ বিষয়ে কার্যত সরকারের স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা না রাখার ফলে আজ আমাদের দেশের মুসলমানগণ যাকাতের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূল্য দিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেশের চিন্তাশীল গবেষকগণকে যাকাতদান ও বন্টনে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদপূর্বক একটি যৌক্তিক সমাধান নিয়ে আসতে হবে।

৬. সরকারি যাকাত ফান্ডের অগ্রতুল কার্যক্রম

১৯৮২ সালের ৫ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে যাকাত ফান্ড গঠন করেন এবং এ ফান্ড পরিচালনার জন্য উক্ত অধ্যাদেশে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ সদস্য-সচিব তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক যথানিয়মে বাস্তবায়ন করে থাকেন। যাকাত ফান্ড

অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৯৮২ সাল থেকে ৬৪ জেলায় বিত্তবানদের নিকট হতে সংগৃহীত মোট অর্থের অর্ধেক পরিমাণ অর্থাৎ ৫০% অর্থ জেলা যাকাত কমিটির মাধ্যমে গরীব ও অসহায়দের মাধ্যে বিতরণ করা হয়। জেলা যাকাত কমিটি যাকাত আদায় ও বিতরণ কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাছাড়া, আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য যারা যাকাত বোর্ড কার্যালয়ে আবেদন করে থাকেন, তাদের আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃক যাচাই-বাছাই পূর্বক জেলা যাকাত কমিটির মাধ্যমেই বিতরণের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে অর্থ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যাকাত ফান্ডের একটা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দ্বারা টঙ্গী যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতালে শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। যাকাতের অর্থে বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। যাকাত ফান্ডের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

১. যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল ২. সেলাই প্রশিক্ষণার্থী দুঃস্থ মহিলাদের যাকাত ভাতা ৩. সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (২৪টি কেন্দ্রে) ৪. সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী দুঃস্থ মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রদান ৫. প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ৬. দুঃস্থ পুরুষদের কর্মসংস্থান কার্যক্রম ৭. যাকাত ভাতা ৮. শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ৯. নও-মুসলিম স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম ১০. দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম ১১. তিনটি পার্বত্য জেলায় নও-মুসলিমদের আর্থিক সাহায্য ১২. মঙ্গা/প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ১৩. বৃক্ষরোপণ/নার্সারি সহায়তা কার্যক্রম। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ যাবৎ সংগৃহীত টাকার ৫০% টাকা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন, দুঃস্থ পুরুষদের কর্মসংস্থান কার্যক্রম, যাকাত ভাতা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, নও-মুসলিম স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম এবং দুঃস্থ-গরীব রোগীদের চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম খাতে জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের যে-কোনো শাখায় 'সরকারি যাকাত ফান্ড' শিরোনামে নির্ধারিত একাউন্ট নম্বরে যাকাতের অর্থ জমা নেয়া হয়। রশিদ প্রদানের মাধ্যমে নগদে অথবা চেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকাররমস্থ দপ্তরসহ আগারগাঁওস্থ যাকাত বোর্ড দপ্তরে এবং ৬৪ জেলা কার্যালয়ে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যাকাতের অর্থ আয়কর মুক্ত (IFB, 2020)।

কিন্তু সরকারের এ ব্যবস্থাপনা মোটেই সন্তোষজনক নয়। প্রতি বছর যাকাতের মাল বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটলেও অদ্যাবধি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। যাকাত বোর্ডের কার্যক্রমের কোনো স্তরেই আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় মেলে না। দরিদ্রবান্ধব মানসিকতার অভাব রয়েছে তাদের। এখানে আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গুরুত্ব নেই।

৭. যাকাত ব্যবস্থাপনায় কতিপয় প্রস্তাবনা

ইসলামী শরীয়ত ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যার সমন্বয়ে যাকাত প্রদানের সুন্দর নীতিমালা উপস্থাপন করা এ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যাতে ইসলামের ফরয ইবাদত যাকাত আদায়ের শৃঙ্খলা ফিরে আসে, সর্বোপরি মুসলিম সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভবপর হয়। বর্তমান সরকারি প্রশাসন ও দেশের মুসলিম জনগণের মনোভাব বিশ্লেষণ করে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে যাকাত আদায় ও বণ্টনের একটি যুগোপযোগী দিক-নির্দেশনা বের করে আনতে পারলে এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আর্ত-মানবতার সমূহ কল্যাণ হবে, যাকাতগ্রহীতা ফকীর-মিসকীনদের হতাহত হওয়ার খবর শোনা যাবে না, বাড়বে কর্মসংস্থান, দূরীভূত হবে দারিদ্র্য। সরকার মুসলিম জনগণের কল্যাণের প্রেক্ষিতে যাকাত ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে উদ্যোগী হলে কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনায় জেলা-উপজেলা কিংবা ইউনিয়ন পর্যায়ে আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে তা হবে সবচেয়ে নিরাপদ ও গঠনমূলক। তাই কুরআন-সুন্নাহ ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যার আলোকে এ সংক্রান্ত কতিপয় দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করা হল, যাতে রয়েছে যাকাত গ্রহণ ও বণ্টনের পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীব্যবস্থাপনা, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি।

৭.১ পরিকল্পনা : ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো পরিকল্পনা (Robbins & Coulter 2005, 160)। কোনো কাজ করতে চাইলে শুরুতে পরিকল্পনা করতে হয়। এ পরিকল্পনা হল ভবিষ্যত কাজের দিক-নির্দেশনা, নিখুঁত নকশা প্রণয়ন। মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী কাজ করতে হবে, কীভাবে করতে হবে? কখন এবং কাদের দিয়ে করানো হবে প্রভৃতি বিষয় আগে থেকে নির্ধারণ করা হলো পরিকল্পনা। যে কাজের সাফল্যের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যগুলো ঠিক করা আর সেগুলো অর্জন করার সবচেয়ে ভাল উপায় আগে ঠিক করে রাখাই পরিকল্পনা (Planning) । ডব্লিউ. এইচ. নিউম্যান (W. H. Newman) এর মতে, Planning is deciding in advance what is to be done. That is a plan is a projected course of action. অর্থাৎ "কী করতে হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত নেওয়াই হলো পরিকল্পনা। তাই পরিকল্পনা হলো কাজ সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি" (Newman,1953,403)। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রত্যেক বিষয়েই পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পনা বিহীন কাজ উত্তম ফলদায়ক হতে পারে না। এমন কি পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো গঠনমূলক কাজ সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ এ বিশ্বজগত এক সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ () مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না (Al-Qurān , 44:38-39)।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এ বিশ্বজগত তিনি খেলাচ্ছলে কিংবা অপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেননি। সবকিছু সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তাআলার একটি নিখুঁত পরিকল্পনা রয়েছে। ইসলামের অন্যান্য রুকনের মতো যাকাত আদায়েও নিয়ত তথা কর্ম পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،

প্রত্যেক কাজ তার নিয়্যতের আলোকেই সম্পাদিত হয় (Al-Bukhārī 1987, 1)।

তাই যাকাত আদায় ও বণ্টনের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিশুদ্ধ নিয়্যত ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর স্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে কোন দিন কখন, কোথায়, কারা, কাদেরকে-কাদের থেকে, কীভাবে, কত টাকা যাকাত গ্রহণ কিংবা প্রদান করবেন তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা অংকন করে কার্যক্রম শুরু করলে যাকাত ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরে আসতে পারে।

এক্ষেত্রে যাকাত ব্যবস্থাপনায় যেসব পরিকল্পনা নেয়া যায় তা আলোকপাত করা হল:

ক) নিয়্যত : নিয়্যত একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। প্রত্যেক কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে যাকাত গ্রহণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং কেন এতে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো হবে তা আগেই ঠিক করে নিতে হবে। কারণ নিয়্যতের কারণে একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে নিয়্যত অশুদ্ধ হলে একটি ভাল কাজও খারাপ কাজে পরিণত হয়। নিয়্যতানুসারে কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে না পারলেও তাতে নেকী রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ

যে ব্যক্তি ভালো কাজের পরিকল্পনা করল, কিন্তু বাস্তবে সে কাজ করতে পারল না, সে ব্যক্তির জন্য সাওয়াব লেখা হবে। (Muslim 2003, 245)।

(খ) ব্যক্তি থেকে সমষ্টির কাছে যৌক্তিক উপস্থাপন : আমাদের দেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা একটি নবতর অধ্যায়। এ সম্পর্কে তথ্য ও তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের পর সমাজের সচেতন মুসলমানদের কাছে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে। যাকাত বিধানের অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমত গঠন করার পরিকল্পনা নিতে হবে।

(গ) টার্গেট নির্ধারণ : যাকাত ব্যবস্থাপনার মিশন (Mission) ও ভিশন (Vision) ঠিক করতে হবে। কারণ কোনো প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি যদি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-টার্গেট নির্ধারণ না করে তাহলে সে কাজের কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হবে না। তাই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে টার্গেট নির্ধারণ করেই যাকাত ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) নীতি, কৌশল ও বিধি প্রণয়ন : যাকাত ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক কাজ হল নীতি (Principal) বা পলিসি (Policy) । কৌশল হলো (Strategy) লক্ষ্য অর্জনে উপায়। যাকাত ব্যবস্থাপনায় ক্ষেত্রে লক্ষ্যার্জনের জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে কখন কোন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। নীতি (Principal) বা পলিসি (Policy), এটি কোনো কিছু করা বা না করার নির্দেশনা দেয়। যাকাত ব্যবস্থাপনা নীতি থাকলে ফল প্রাপ্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকবে। বিধি (Rules) এক ধরনের পরিকল্পনা। উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে আগে থেকে যাকাত ব্যবস্থাপনায় একটি ম্যানুয়েল (Manual) তৈরি করতে হবে।

(ঙ) কার্যপ্রণালি : যাকাত ব্যবস্থাপনায় হাত দেয়ার আগে এ কাজের কার্যপ্রণালি (Work System) নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ এটি ভবিষ্যত কাজ সম্পাদনের জন্য উত্তম পথ প্রদর্শন করবে।

(চ) বাজেট : যাকাত ব্যবস্থাপনায় বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট নির্ধারণ করতে হবে, যাতে সুষ্ঠুভাবে সকল পরিকল্পনা সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

৭.২ সংগঠন : যাকাত আদায় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংগঠনিক কাঠামো থাকা অনিবার্য। এজন্য প্রয়োজন গঠনমূলক নেতৃত্ব ও অনুমোদিত নীতিমালা। যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের ইউনিট সদস্য (আমেল) পর্যন্ত একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকা জরুরী, যাতে সর্বদা শক্তিশালী চেইন অব কমান্ড বিদ্যমান থাকবে। এই সংগঠন শরীয়াহসম্মত যাকাত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সৃষ্টি, তাদের কার্যাবলি সনাক্ত করে এগুলোর শ্রেণীবদ্ধকরণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় সাধন প্রভৃতি থাকবে। দায়িত্বশীলগণের ভেতরকার সম্পর্ক কতটুকু, দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণ ও প্রয়োগ, কার কি পদ বা পদমর্যাদা হবে তা সবকিছুই ঠিক করার জন্য এ সংগঠনের গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সাংগঠনিক কাঠামো ঢেলে সাজাতে পারে।

১. বোর্ড অব গভর্নরস : এ ফোরাম উদ্যোক্তা ব্যক্তিবর্গ, যাকাতদাতা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এরাই যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ, কর্ম পরিধি গ্রহণ এবং সামগ্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মূল পরিকল্পনাকারী। এদের থেকে অন্যান্য কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হবে।

২. এক্সিকিউটিভ কমিটি : প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এরা দায়বদ্ধ। এদেরকে প্রতিষ্ঠানের গৃহীত নীতিমালা অনুসারে নিয়োজিত করা হবে। মূলত এরাই আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত ব্যবস্থাপনার 'আমিল শ্রেণি'। এদের বিভিন্ন স্তর ও কাঠামো যেমনি থাকবে তেমনি সে অনুযায়ী দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে তারা।

এ কমিটির আওতাধীন নিম্নোক্ত সেকশনগুলো হতে পারে-

(ক) পাবলিক রিলেশন এন্ড মিডিয়া সেকশন : এ সেকশনের দায়িত্ব হচ্ছে আধুনিক যাকাত ব্যবস্থাপনা জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। তারা যাকাত গ্রহীতা ও যাকাতদাতাদের তালিকা প্রণয়ন করবে এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করবে।

(খ) ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস সেকশন : নিয়ম মোতাবেক যাকাতের যাবতীয় সম্পদ উসূল ও বিতরণের হিসাব রাখা এ সেকশনের দায়িত্ব। সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে উর্দ্ধতন দায়িত্বশীলদের অবহিত করা।

(গ) ইনভেস্টিগেশন সেকশন : যাকাতগ্রহীতা হিসেবে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের উপযুক্ততা নির্ধারণে কাজ করা এ সেকশনের দায়িত্ব। যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ বাদ পড়ল কিনা সেটাও দেখভাল করবে এ সংস্থা।

(ঘ) দাওয়াত ও ইজতিহাদ সেকশন : এ সেকশনের কাজ হল দেশের সম্ভাবনাময় লেখক ও গবেষকদের সংগঠিত করা এবং তাদেরকে দিয়ে যাকাত বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনায় উদ্যোগ নেয়া।

(ঙ) আইটি এন্ড ইনফর্মেশন সেকশন : যাকাত ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনে এ বিভাগ কাজ করবে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া ও অন্যান্য আধুনিক বিশ্বের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা থেকে সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৩. অডিট কমিটি : এই কমিটি যাকাত প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আয়- ব্যয় অন্ততপক্ষেবছরে ২ বার নিরীক্ষা করবেন। প্রতিষ্ঠানের নানান স্তরের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করবেন এবং সেলক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ পেশ করবেন।

৪. শরীয়া সুপারভাইজরি কমিটি : দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম-ওলামা, ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করা হবে। তারা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শরীয়তের প্রয়োগ ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে ইসিকে গাইড করবেন।

৭.৩ কর্মীসংস্থান : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা কর্মী সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, বেতন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং তাদের শ্রম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত। যাকাত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত সংস্থা সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধি মোতাবেক একদল সৎ, চৌকষ, মেধাবী,একনিষ্ঠ, কর্মঠ, দক্ষ ও তাকওয়াবান কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করবে, যাদের যাবতীয় ব্যয়ভার যাকাত তহবিল থেকে বহন করা হবে। এদেরকে নানান প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে উজ্জীবিত করে ইসলামী তমদ্দুন-তাহযীবের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। তাদের যোগ্যতা, সামগ্রিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা, দায়িত্বের প্রতি একাগ্রতা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন করতে হবে। কর্মীদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা নির্ধারণ, পরিশোধ, প্রণোদনা, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দেখভাল করতে হবে। একে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশনও বলা যায়। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে জনবল নিয়োগ,

প্রমোশন, ছাঁটাই প্রভৃতি কাজ আনজাম দেয়া এ বিভাগের দায়িত্ব। প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক দায়িত্বও এর অধীন। এ বিভাগকে জনবলের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মীসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনীর কর্মতৎপরতার উপর ঐ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ভর করে। যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে এ কাজগুলো ২ ভাগে ভাগ করা যায়। ১. নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য পালনীয় কাজ। ২. নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পালনীয় কাজ । প্রথমেই আলোচনা করা যাক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য পালনীয় নীতিমালা সম্পর্কে। এ প্রতিষ্ঠান জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কর্মীসংস্থান করবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের করণীয় নিম্নরূপ:

১. ইসলামী ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যায় সমান যোগ্যতা সম্পন্ন লোক বাছাই করবে, যাতে তারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। এক্ষেত্রে ইউসুফ আ. মিশরের বাদশাহকে যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। কুরআনে এসেছে,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান (Al-Qurān, 12:55)।

এ আয়াতে মিশরের খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য ইউসুফের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে নিরূপণ করা হয়। একইভাবে যাকাতের আমিলদেরও এসব গুণ থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

২. ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন পালনে মনোযোগী লোকই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে। যিনি ইসলামের রুকন-আরকান ও হুকম-আহকাম নিজের জীবনে মেনে চলবেন না তার কথা ও কাজে কোনো প্রভাব থাকবে না। তাই জনবল নিয়োগের সময় উপর্যুক্ত বিষয়ে সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে।

৩. আগ্রহী ব্যক্তির তাকওয়া-পরহেযগারিকে বিবেচনায় নিতে হবে। তাকওয়াবান লোকদের থেকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সবসময় কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তারা প্রতিষ্ঠানে কেবল বেতনের জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যও কাজ করবে। যারা তাকওয়াবান তাদের চরিত্র হল নেককাজে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

আর নেককাজ ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে (Al-Qurān : 05:02)।

৪. আমানতদারিতা, সমাজসেবা ও পরোপকার মানসিকতার গুরুত্ব দিতে হবে। এরকম ইসলামী ও অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদনে অবশ্যই বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন রয়েছে। নচেত দুষ্টুলোক ঢুকে পড়লে পুরো ব্যবস্থাপনাকে কলুষিত করে ফেলবে। যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (Al-Qurān, 28:26)। অতএব লোক নিয়োগে যোগ্যতা ও আমনতদারি দুটোই সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. কাজের প্রতি ইখলাস তথা ত্যাগ-নিষ্ঠা আছে কিনা যাচাই করতে হবে।

৬. দেশপ্রেমিক, কর্মঠ, প্রাণবন্ত ও প্রো-একটিভ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. নিয়োজিত কর্মীবাহিনীর উপযুক্ত বেতন-ভাতা-পেনশন নির্ধারণ, সর্বস্তরে সুবিচার কায়িম ও তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পালনীয় বিষয়াদি

১. দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা;

২. জ্ঞানার্জন ও জবাবদিহিমূলক ক্যারিয়ার গড়ে তোলা;

৩. চরিত্রের হেফাজত করা;

৪. কল্যাণকামী মনোভাব লালন করা;

৫. সুন্দর ব্যবহার ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব পোষণ করা;

৬. ধৈর্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া;

৭. সাওয়াবের নিয়্যতে কাজ করা;

৮. জ্ঞানার্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, যাতে নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

৭.৪ প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ

প্রেষণা হলো কাউকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার একটি প্রক্রিয়া। প্রেষণার মাধ্যমেই কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় (Robbins & Coulter 2005, 392)। যাকাত ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার প্রয়োগ নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়ে তাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে ইনসেনটিভ/বিশেষ ইনক্রিমেন্ট দেয়া যেতে পারে। পুণ্যের কাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাওয়া ইসলামী সুন্নাহও বটে, আর এজন্য আল্লাহ পাক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে বলেন-

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আকাশ ও জমিনের মতো (Al-Qurān, 57:21)।

নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে Henry Fayol বলেন, "In an undertaking control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan

adopted, the instructions issued and the principles established". "নিয়ন্ত্রণ হলো প্রণীত পরিকল্পনা, প্রদত্ত নির্দেশনাবলি এবং প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার আলোকে কার্যাবলি সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা" (Fayol 1949)।

সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হলো প্রণীত পরিকল্পনা, প্রদত্ত নির্দেশনাবলি এবং প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার আলোকে কার্যাবলি সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা, কোনো ধরনের সমস্যা পাওয়া গেলে তার সংশোধন করা। যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মী বাহিনী সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা যাচাই করা, প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে কখনো পরিবেশ-পরিস্থিতিও প্রতিকূলে যায় তখন প্রয়োজন হয় নিয়ন্ত্রণের। সঠিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য অর্জন সম্ভব।

সর্বজনীন কল্যাণকর জীবন বিধান ইসলামী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জন্য এমন সব সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করেছে, যা বর্তমান সভ্য যুগেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। যাকাত ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ হতে পারে-

১. **বাৎসরিক প্রণোদনা ভাতা :** দুই ঈদের বোনাস ছাড়াও বাৎসরিক টার্গেট পূরণ সাপেক্ষে জনশক্তির সর্বস্তরে এক বা একাধিক প্রণোদনা ভাতা প্রদান করা, যাতে পরবর্তী বছর আরো নবোদ্যমে কাজ শুরু করে।

২. **এক্সিলেন্ট এওয়ার্ড প্রবর্তন :** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বহুমুখী কর্মতৎপরতা পরিচালনা এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আনজাম দেয়ার জন্য বছরে একজনকে এক্সিলেন্ট এওয়ার্ডে ভূষিত করা যায়।

৩. **স্বীকৃতিপত্র ও পুরস্কার প্রদান :** জনশক্তির কেউ সঠিক সক্ষমতা ও কাজে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে তাকে উপলক্ষ ভিত্তিক স্বীকৃতিপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪. **বিনোদনের ব্যবস্থা :** ইসলামে হালাল বিনোদন রয়েছে। শিক্ষা সফর, প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পর্ব আয়োজনের মাধ্যমে জনশক্তিকে চাঙ্গা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **নিরাপত্তা তহবিল গঠন :** যে-কোনো চাকুরিজীবী তার মৌলিক চাহিদা পূরণের গ্যারান্টি চাইবে, চাইবে তার বিপদাপদ ও দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থাপনা। তাই যে-কোনো কর্মী আক্রান্ত হলে তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য তহবিল গঠন করতে হবে।

৬. **মাসিক মতবিনিময় কর্মসূচি :** যাকাত ব্যবস্থাপনামূলক কাজের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পারস্পরিক পরামর্শ প্রদানের সুযোগ থাকলে প্রতিষ্ঠানে ক্ষোভ ও অসন্তোষ আর দানা বেঁধে উঠতে পারে না। ফলে প্রতিষ্ঠান গতিশীলতা লাভ করে।

৭। **মোটিভেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ :** বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে জনবলের মাঝে হতাশা-দোদুল্যমানতা চলে আসে। তাই মাঝে মাঝে জনশক্তি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

৮। **এসিআর পদ্ধতি প্রর্বতন :** জনশক্তির সকল স্তরে এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ছক' জমা প্রদান করতে হবে। তাতে পারস্পরিক মূল্যায়ন/মন্তব্য এবং সুপারিশ থাকবে। ফলে কর্মী বাহিনীর দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় যেমনি সহজ হবে, তেমনি প্রতিষ্ঠানের অবনতি/অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে, নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে।

৮. ফলাফল

যেনতেনভাবে দিলে যাকাত আদায় হবে না, যাকাত তার সামগ্রিক শর্ত ও ব্যবস্থাপনাসহ ফরয। দায়সারা গোছের কাজের অস্তিত্ব ইসলামে নেই। নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য কেউ যাকাতকে মরণফাঁদ বানালে অসংখ্য কবীরা গুনাহের অপরাধে তাকে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাই যাকাত ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং সুফল ঘরে তুলতে অত্র গবেষণার ফলাফল পয়েন্ট আকারে নিম্নে উপস্থাপিত হল :

১. যাকাত একটি অপরিহার্য ফরয। ইসলামের এ আর্থিক ইবাদত সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে প্রবর্তিত। মুসলিম সমাজে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের বিকল্প নেই।

২. আমাদের দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচলিত যাকাত বিতরণ ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। মনগড়া এই লৌকিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই যাকাত বিতরণের নামে তাবৎ প্রহসন থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. ইসলামের নীতি হল যাকাত তার হকদারদের কাছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পৌঁছে দেয়া। এ পদ্ধতির অবর্তমানে অন্য কোনো আইনগত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব নেবে। তাছাড়া নামাযের মতো সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে পালন করে যাকাতের ফরজিয়্যত আদায়ের সুযোগ রয়েছে। অবশ্যই পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে উপযুক্ত পদ্ধতি বাছাই করে নিতে হবে। কিন্তু ফকীর-মিসকীন যাকাতের জন্য কোথাও ভিড় জমাবে, মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে-সেটা ইসলাম সমর্থন করে না।

৪. যাকাতের অর্থে পরিকল্পিতভাবে কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। তাই এ লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. ইসলামী শরীয়তে যাকাত প্রদান যেমনি ফরয তেমনি এর উসূল ও বিতরণের জন্যও রয়েছে চমৎকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা। দাতা-গ্রহীতা সবাই সুফল পেতে হলে এ নীতিমালা অনুসারে যাকাত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৬. বর্তমানে দেশে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত যাকাত ফান্ড একটি অবহেলিত উদ্যোগ। দেশে ইসলামী আদর্শের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সেক্ষেত্রে সরকারের জন্য কেবল যাকাত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়াও যৌক্তিক হবে না।

তাই সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারি উদ্যোগে জেলাভিত্তিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে আধুনিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে যাকাতের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সময়ের দাবি।

৭. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার Baznas, মালয়েশিয়ার Lembaga Zakat Selangor (LZS) ও পাকিস্তানের Zakat Councils আদলে আমাদের ৩য় বৃহত্তম মুসলিম দেশেও যাকাত ব্যবস্থাপনায় স্বতন্ত্র, শক্তিশালী ও আইনগত প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। সরকারকে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, পাশাপাশি ঐসব দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মডেল গ্রহণ করে বেসরকারিভাবে একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।

৮. আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপস্থাপিত দিক-নির্দেশনাবলি অনুসরণ করে যাকাত কার্যক্রম পরিচালিত হলে এক্ষেত্রে আর গরীব-অসহায় মানুষের হতাহত হওয়ার দুঃসংবাদ শুনতে হবে না। যাকাতের কাঙ্ক্ষিত সুফল দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

৯. উপসংহার

দেশে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পর্যায়ে যে যাকাত বিতরণ করা হয় তা নানান দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। এতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক যাকাত বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাছিল হয় না। ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বের বিচারে যাকাতের হুকম-আহকাম অনুধাবন করে তদনুসারে এর ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ কোথাও লক্ষণীয় নয়। সরকারের পক্ষ থেকে যাকাত ব্যবস্থাপনায় বাধ্যবাধকতা না থাকলেও কোনো মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে এ ফরজিয়্যতের দায় এড়াতে পারে না। তাই ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত গুরুত্ব উপলব্ধি করে যাকাত বিতরণকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ বিপর্যয় রোধে এলাকাভিত্তিক সুন্দর প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে যাকাত কার্যক্রম পরিচালনা করা আজ সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থাপনা' একটি গণ-বান্ধব উদ্যোগ হতে পারে। দেশ ও জাতির উন্নয়নে বেসরকারি পর্যায়ে অন্যান্য কার্যক্রমের মতো এ পদক্ষেপও সরকারের কাছে সহযোগিতামূলক হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হলে যাকাতদাতা ও গ্রহীতা উভয়ে উপকৃত হবে। যাবতীয় বিশৃঙ্খলা বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি যাকাতের প্রকৃত সুফল অর্জিত হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্য দিয়ে দেশ ও সমাজ এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ ।

Bibliography

Al-Qurān al Karīm

Al-Buhūtī al-Hambalī, Mansūr ibn Yūnus. 1993. *Sharh Muntaha al-Iradat.* Beirut: Ālam al-Kutub.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muhammd ibn Ismāʿīl. 1987. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muhammd ibn Ismāʿīl. 1987. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Hattāb al-Mālikī, Shams al-Dīn Abū ʿ Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn ʿ Abd al-Rahmān. 1412H. *Mawāhib al-Jalīl fī Mukhtasar Khalīk*. Bairut: Dār al-fikr.

Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān. 2003. Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 1427H. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Māwardī, Abū al-Hasan ʿ Alī ibn Muhammad ibn Habīb. 1999. *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradawī, Dr.Yusuf,.1982. *Islamer Jakat Bidhan*. Translated by Moulana Abdur Rahim. Dhaka: Khairun Prokashoni.

Al-Qaradawī, Dr.Yusuf. 2020. *Orthonoitihk Somossa Somadhane Jakater Bhumika*. Translated by Prof. Dr. Mahfuzur Rahman,Dhaka,Prossod Prokashon.

Aurther & Davis, Wiliam & Keith. ND, *Human Resource Management.* New Delhi: Prentice Hall of India.

Baalbaki, Dr. Rohi. 2005. *Al-Mawrid*. Beirut: Dār al-Ilm al-Malayīn.

Banglatribune,June, 15,2018, Accessed Feb. 12, 2021

Bhuiya, Md. Abul Kashem. 2006., *ÒSamazik Nirapottai Jakat"* Islamic Foundation Potrika, 46 Borsho 2nd Vol. October-December 2006, 123-137.

Daily kalerkantho, 11 July, 2015. Accessed Feb. 12, 2021. https://www.kalerkantho.com/amp/online/national/2015/07/11/244074

Dessler, Gary. ND. *Human Resource Management.* New Delhi: Prentice Hall of India.

Fayol, Henry. 1949. *General and Industrial Management*. London: Sir Isaae Pitmanand Sons.

Hai, Abdul. 2014. *Jakat o Daridro bemochon*. Dhaka: Oitijjo Prokashani.

Hossain, Prof. Md. Sharif. 1995. *Jakat ki o keno?* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

https://www.banglatribune.com/country/news/334123/

https://www.ppbd.news/lead-news/50376/

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. 1992. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Ḥaja. 1371H. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Cairo: Dār al-Matbaʿa al-Salafiyya.

IFB (Islamic Foundation Bangladesh). http://islamicfoundation.gov.bd/site/page/6cfc4f30-eb11-400e-9130- efa574879e8a/যাকাত-ফান্ড- বিভাগ

Mezentseva, Bezpartochnyi & Marchenko, Olha, Maksym &Valentina. 2020. *Fundametals ofmanagement for Enterprises.* Canada: VUZF Publishing House .

Miah, Dr. Mohammad Ayub, 2016, *Daridro Bemochon o Manabkoillane CJDM er Bebosthapona Koushal,*Dhaka: Centre for Jakat Management.

Mohammad, Jabed. 2008. *Islami Arthya Byabosthay Jakat.* Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Mubarakpuri, Allama Safiur Rahman.1999. *Ar- Raheekhul Makhtoom*.Translated by Khadija Akhter Rezayee. London: Al-Qurān Academy London.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Nadvi, Abul Hasan Ali. 2004. Nabiye Rahmat Sm. Transleted by ASM Omar Ali. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Newman W.H. 1953. *Administrative Action*. New York: Prentice Hall Inc,

Porbo-Poichim BD, May 14, 2018. Accessed Feb. 12, 2021

Priyo, May 20, 2019, Accessed Feb. 12, 2021https://www.priyo.com/e/774353

Rabbani, Dr. Ruhul Amin & Kasemi, Mufti Muhiuddin. 2021. Adhunik Prekkhapote Jakater Bidhan. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

Rafique, Prof. Dr. Abu Bakr. 2014. *Jakater Ahkam,* Chittagong, Centre for Research & Policy Studies.

Rahim, Moulana Mohammad Abdur. 2010. *Jakat.* Dhaka: Khairun Prokashoni.

Rashid, Amin Al. 2017. *Jakater kapopr-Kolkhani O katipoi Mritto,* 19 December, Channel I Online, Accessed Feb. 13, 2021. https://www.channelionline.com

Robbins & Coulter, Stephens, Marry, 2004-2005, *Management,*USA,Upper Saddle River,NJ 07458.

Sabiq, Sayed. 2010, *Fiqus Sunnah,* Transleted by Akram Farooq, Abdus Shahid Nasim. Dhaka: Shatabdi Prokashani.

Shovro Dev,2019, Prokassho Jakat bicrinkola edate sotarko police, Daily Manab Zamin, May 20, Accessed Feb.12, 2021https://mzamin.com/article.php?mzamin=173236

Uddin & Porishad, Moulana Shaikh Ulema. 1991. *Al-Fatwa Al-Hindiah.* Beirut: Dār al-Fikr.

Wikipedia. Accessed Feb. 12, 2021. https://bn.wikipedia.org/wiki/ব্যবস্থাপনা

Wikipedia. Accessed Feb. 12, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Management.

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা- মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার	৪০০/-
ইসলামের পারিবারিক আইন-(১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৫০+৬৫০ =	১৩০০/-
ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্যি আইন-(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) ৬৫০+৬৫০+৬৫০+৬৫০ =	২৬০০/-
বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায় **ইসলামী আইন**-(১ম ও ২য় খণ্ড) ৫৫০+৫০০ =	১০৫০/-
বিদ'আত (১ম থেকে ৫ম খণ্ড) -ড. আহমদ আলী (৩০০+৬০০+৫০০+৪০০+৫০০)=	২৩০০/-
তুলনামূলক ফিকহ -ড. আহমদ আলী	৭০০/-
মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ -ড. মোঃ হাবীবুর রহমান	৩০০/-
ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ * ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন	৩৫০/-
আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান -ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী	২৫০/-
ইসলামী আইনের উৎস – মুহাম্মদ রুহুল আমিন	৩০০/-
সমকালীন খুতবা -ড. মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম	৬০০/-
ইসলামী দণ্ডবিধি (১ম খণ্ড) – ড. আবদুল আযীয আমের	৩০০/-
দি ইমারজেন্স অব ইসলাম(বাংলা অনুবাদ) – ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ	৩৫০/-
ইলমুল ফিকহ : সূচনা বিকাশ মূলনীতি – মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী	৩৫০/-
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান – নোয়াহ ফেল্ডম্যান	৩০০/-
মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি – ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর রিযকী	১২০/-
ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা – ড. আহমদ আলী	২০০/-
ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন – সম্পাদনা: আবদুল মান্নান তালিব	১০০/-
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার –মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী	৮০/-
Crime Prevention In Islam (Proceedings of the Symposium held in Riyadh, Saudi Arabia)	৪০০/-
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস – মোহাম্মদ আলী মনসূর	৩০০/-
ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য - ড. আলী আত তানতাভী ও ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া	৫০/-
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ পর্যালোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাব –ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও অন্যান্য	৬০/-

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট-১৩/বি, লিফট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, মোবাইল-০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, Web : www.ilrcbd.org
ILRCBD Law-Research-Publication

ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। ডাক/কুরিয়ার যোগেও সংগ্রহ করা যায়।